কবিতা-ফুল-নারী-শিশু

মিজান পারভেজ ঝাঁতোষ

কম্পোজঃ সুব্রত দেবনাথ
তপোবন কম্পিউটার্স
১নং শিশুপার্ক মার্কেট, মুন্সীগঞ্জ।
মোবাইলঃ ০১৯১১ ৯৪৮১৮৯

লেখকের সাথে যোগাযোগঃ
শিক্ষক, বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয়
পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ।

(ছন্দ)

কবিতা-ফুল-নারী-শিশু

‘কবিতা’-

যে রচে, যে বাসে ভালো।
উভয়ের-ই আছে- প্রেমাবেগের আলো।

‘ফুল’-

যে সেবে গূঢ়রূপে
আর যে করে প্রসন্দ।
দুই-য়ে গুণে মাতে, দানে আনন্দ।

‘নারী’-

যার হৃদক্যান্‌ভাসে আঁকা,
যার নেত্র নোভেঃ ভাসা-
মমতার চিত্র।
উভয়ে-ই এ চরাচরে প্রকৃত মিত্র।

‘শিশু’-

যে তারে নাহি করে আদর বিনিময়ে,
যে তারে আদরে নিজেরে বিলিয়ে,
নিস্পাপ ইথে উভয়ে’ হিয়ে !

২৩-০৪-০৬ ইং
রাত- ৯:১০ মিঃ।

(একজন আদর্শ ব্যক্তিকে উদেশ্য করে)

(গদ্যরূপ)

দুই পথ

আজ আমি ডান পথে চলমান-
এইত সেদিন থেকে।
বহু দিন ধরে ছিলেম আমি
বাম পথের
একগুঁয়ে পথিক বেশে।

আমিও পথিক, শুধুই পথিক,
জানে সবে বহুকাল আগেই ;
কোন্ পথের পথিক
তা' কেউ জানল না
এবং চেষ্টাও করেনি কভূ
কেউ জানতে !

এই অবনীতে, এই সমাজে
সবাই নিজেরে লয়ে ব্যস্ত।
অন্যের তরে, পরের তরে
কেউ নহে -
এটা-ই বাস্তব সত্য।

স্বর্গ নহে; এটা যে মর্ত্য !
স্বর্গ ভেবে কত জনে
কত কিছু যে করে !
লোকসানের অংশ তাদেরই হয়,
যারা বেশি বুঝেফেলে !

১০-০৯-২০০৪ ইং
রাত- ৭:২০ মিঃ।

(ত্রি ত্রি দ্বি চৌ / তি তি দু চা)

<u>প্রীতি-প্রতিকৃতি</u>

এলচি ***এ***ন্ডারে ***এ***ল ***এ***কযাই।
খগোল’ ***খ***সিছে ***খ***’র ***খ***লেরাই।
নোংরাতে ***নো***করি ***নো***য়ে ***নো***ংরাকর।
আকণ্ঠ ***আ***হারে ***আ***শে ***আ***শকর।
মিথ্যুক ***মি***নসা ***মি***টে ***মি***নতিতে।
তোয়াজো ***তো***ষিলে ***তো***ফা ***তো***লকেতে।
মাখালো ***মা***নবে’ ***মা***ল্য ***মা***নিয়েছে।
কেউটে ***কে***উটে ***কে***নো ***কে***ন্‌দেছে।
ভান্ডার ***ভা***বুক ***ভা***-তে ***ভা***রিয়াছে।
লম্পটে ***ল***ম্পটে ***ল***জ্জা ***ল***ইয়াছে।
বাহিরে ***বা***হার ***বা***ড় ***বা***ড়িয়াছে।
সিদ্ধান্তে ***সি***ধা-রা ***সি***ত ***সি***জনেছে !

১৭/০৫/১৯৮৬ ইং।
রাত- ২:২০ মিঃ।

বিঃ দ্রঃ শুদ্ধ শব্দ ‘সর্জন’, কিন্তু বাংলায় ‘সৃজন’ গৃহীত। এই কবিতায় বাংলা ব্যাকরণ অনুসরণে ধ্বনি পরিবর্তনের **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis)**- কার -এর বিবর্তণ:

সৃজন > সিজন + কর্‌ + এছে => সিজনেছে

সিত -> শ্বেত/শুভ্র এখানে রূপক অর্থে ‘ভালোকিছু’

খগোল (রূপক) এই বিশ্ব, খ’র (রূপক) এই বিশ্বের।

পদ্ধতি ঃ

অনুপ্রাস

প্রতি চরণে প্রথম শব্দ- তিনটি করে অক্ষর তাই- ত্রি / তি

প্রতি চরণে দ্বিতীয় শব্দ- তিনটি করে অক্ষর তাই- ত্রি / তি

প্রতি চরণে তৃতীয় শব্দ- দুইটি করে অক্ষর তাই- দ্বি / দু

প্রতি চরণে চতুর্থ শব্দ- চারটি করে অক্ষর তাই- চৌ / চা

দু’টি ভাবের সংমিশ্রণ ও যুগল শিরোনাম

প্রতিটি চরণে প্রতিটি শব্দের শুরু উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একত্র করলে দাঁড়ায়- <u>*এখনো আমি তোমাকে ভালবাসি*</u>।

তাই শিরোনামে -*প্রীতি*

প্রতিটি চরনে বিভিন্ন জনের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তাই শিরোনামে -*প্রতিকৃতি*।

(ছন্দ)

কাঁদবে জুঁইটি

কাঁদি আমি আজ একটি জুঁইয়ের তরে।
কত জুঁই যে সময় হলে কাঁদবে মোর তরে !
জুঁইটি যেন অবুঝ, দোলে কঠোর সমীরণ বায়ে।
হায়রে জুঁই! হায়রে জুঁই !
তিলে তিলে যাবিরে তুই ক্ষয়ে।
সততঃ স্মরি আমি শুধু জুঁইয়েরি কথা।
জুঁইটির তরে,
এসছিল এক টাগরা ভ্রমর।
একথা শুনে-
আমি হয়েছিলাম সেকালে মরমর।
জূঁইয়ের সৌরভ, জুঁইয়ের রঙ মোর খুব প্রিয়।
জানিনা আমি, কতটুকু হয়েছিলাম তার প্রিয় (?)
কাঁদবে জুঁইটি- শিষিয়ে শিষিয়ে,
য-খ-ন আমি হ'ব অ-নে-ক বড় !!

১৫.০৪.৮৮ ইং
রাত- ১২.২০ মিঃ।

"অহংকারী প্রেমিকাদেরকে উদ্দেশ্য করে।"

(অনুপ্রাস)

মিজানে

*মি*জানে মাপিবে মহাজন।
*জা*হানের-ই জন-জীবন !
*ন*ট্‌খট্ নৃ-রা নরকেতে !
*পা*রিবেনা পশিতে পুরেতে।
*র*হিমু রথ্যাত্ব রচিয়াছে।
*ভে*লা ভন্ড ভ্রমে ভাসিয়েছে !
*জ*রা জলে জোলুসের জোতে !
*ঝাঁ*ই ঝরিবাতো ঝটিকাতে!
*তো*য়াজো ত্রসনো তোরা তাঁরে!
*ষ*ড়িও না, ষড়কর্‌মারে!

২০-০৯-১৯৮৫ ইং
রাত- ১২:২০ মিঃ।

(সকল ধর্মের মূল কথা)

বাম পার্শ্বে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বাঁকা অক্ষরে কবির নাম- "*মিজান পারভেজ ঝাঁতোষ*"

পদ্ধতি ঃ

- প্রতি লাইনে ১০টি অক্ষর
- সর্বমোট ১০টি লাইন
- প্রতি লাইনে অনুপ্রাস

(ছন্দ)

রূপান্তর

স্রোত নিয়ে যে-নদী বহে অবিচল,
চর পড়ে থেমে যায় তার কলকল।
দাউ দাউ করে যে অনল জ্বলে,
শীতল হয় তার উত্তাপ স্বল্পকালে।
যে মেঘ ডাকে অতি গুড়ুমগুড়ুম করে,
হারায় তা' ঝট্‌কা অজানা দূরে।
যে বৃক্ষ বাড়ে অতি তড়বড় করে,
কমে যে তার জীবনায়ু খুব সত্বরে !
কত আবেগে তুমি এখন-
ভাল বাসছ মোরে !
জানি, এ আবেগ কেটে যাবে-
কাক ডাকা ভোরে (?)।

২৭-০৪-১৯৯১ ইং
রাত- ৯:২০ মিঃ।

(ছন্দ)

প্রাচীর

জাতি-জাতিতে ফরক তরে
গড়িছ মানব প্রাচীর !
কেনরে তোদের মাঝে আজি,
এহেন বাঁধা ধীর।
কুসংস্কারে বুঝি তোরা
এখনো নিমজ্জিত (?)
জাতি-জাতিতে ফরক নাহি ;
ওরে মানব মিত'
মানব জাতির উৎপত্তি যে-
আদম (আঃ) হাওয়া হ'তে।
আদম-হাওয়া-ই আদি পিতা-মাতা
কোরান গ্রন্থ মতে।
ধর্ম তরে নাহয়, জাতি ভিন্ন ;
কিন্তু সবে ত মানব জাত।
তাহলে তোদের কীসে ফরক ?
করবি নিজেদেরে মাত।
চূর্ণো তোদের গড়া প্রাচীর ;
এই সুষম যুক্তিতে।
সবেই সম, সবেই ভ্রাতৃ ;
বাসিবে এ-ই চুক্তিতে।

০৯-০২-৯০ ইং
রাত- ১০:২০ মিঃ।

(ছন্দ)

বাঙালি

বাংলা ভাষায় কথা বললে
বাঙালি নয়।
মাতৃভাষা যাদের বাংলা
তারা-ই বাঙালি হয়।
‘বং’ গোষ্ঠী থেকে উদ্ভব
বাঙালি জাতি।
‘বং’ গোষ্ঠীর নিদর্শনে
জ্বলমান এ জাতির বাতি।
বাঙালির মূল কাঠামো গড়ে
প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে।
প্রমাণিত-দুই জাতির সংমিশ্রণে বাঙালি
নৃতাত্ত্বিক বিচার মতে।
(আদি - অষ্ট্রেলীয় ও আলপাইনীয়)
আদি অষ্ট্রেলীয় ও আলপাইনীদের রক্তে
মিশ্রণ ঘটে মঙ্গোলিওদের
(বাংলার কোচ, পলিয়া, রাজবংশী, চাকমা, জুমিয়া প্রভৃতি)
খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মিশ্রণ ঘটে।
বাঙালির রক্তে সেমীয় গোত্রের ;
সেমীয় গোত্রের অনুসরণে মিশ্রণ ঘটে
বাঙালির রক্তে নেগ্রিটো রক্তের ;
এরপরই বাঙালি রক্তে মিশ্রণ ঘটে ;
আফ্রিকার নেগ্রিটো রক্তের।
এজন্যই বাঙালিদের আকার-আকৃতি
বিবিধ জনের, বিবিধ রকমের।

২০-০৫-১৯৮৫ ইং
রাত ১১:২০ মিঃ।

(অনুপ্রাস)

পিতার পণ

পতিবেনা পুত্র ; পিতা পণিল।
পন্নোতি পথে পুত্রও পশিল।
পিতার প্রতাপে পুত্র প্রকৃষ্ট।
পুত্র-প্রগত, প্রভূত প্রদৃষ্ট।
পর্ষদ-পীঠে ; পুত্র-প্রজ্ঞাপূতঃ।
পিতার পাপ, পুত্র-ই পুছিবে।
পুত্র প্রণাশেই-পৃথ্বী পূজিবে।
পুত্র, প্রভা প্রতিভা প্রকাশুক।
পিতা প্রতিম প্রত্যেকে পনুক।
প্রভূ, পিতার পূতঃ পণ প্রমো।

১১-১০-১৯৮৯ ইং
সকাল- ৯:৭ মিঃ।

(অনুপ্রাস)

মিনতি

মহাজন মর্মে মোর মিনতি।
মরণে মর্জিয়াছে মোর মতি।
ম্লান মুসাফির মুঞ্চি মহিতে।
মাপো মোরে মুসলমান মিতে।
মৃত্যু-মর্জি মোর মহৎ মায়।
মানতিবো মালিকে মহাতায়।
মর্ত্যমিলে মতি মোর মর্দনে
মর্ষো মোরে, মালিক মহামনে।
মনুষ্য মার্গন মৌময়হীন।
মালিক মর্মে মিনতি মহীন।
মালিক, মাদৃশমন ও মর্জো।

১৪-১০-৮৯ ইং।
সকাল- ৮:২০ মিঃ।

(রূপক)

পরছিদ্র

তুচ্ছ করে কোকিল পক্ষী সে যে কাকেরে।
তুই যে শ্যাম !
ডাকিস্ "কা-কা"-
কর্কশ তোর সুর !
কেমনরে তুই !
ডাকিস্ দিবা ভরে !
নেইকো তোর লাজ, শ্যাম ব্যাটা,
জলদি হ দূর !
শোনরে ,যদিও আমি শ্যাম !
তবু ত একটা জীব !
ওহে, কেমন করে দিস্‌রে-
মোরে আজি হেন লাজ?
বারো মাসে-ই আমি কাক ;
থাকি যে সজীব।
রাখরে শুনে কুহু কোকিল,
দুর্দিনে-ই আমি-ব্যাটা করি-সবের কাজ !

১৮-০৫-৯১ ইং।

সময় ঃ সকাল- ৭:১৪ মিঃ।

(সমাজের ধনী-গরীবকে উদ্দেশ্য করে)

(সনেট)

স্ব-প্রকাশ

সভান প্রতি স্ব প্রকাশিলে বুঝি বড়?

বড়, যদি তারা তোমায় করে প্রগড়।

স্ব-প্রকাশের যে একটা সুকাল অস্তি।

সেক্ষণে স্ব-প্রকাশিলেই পাবে প্রস্বস্তি।

ধরো, তুহি গুল দ্রুমের একটি কলি

এদশায় স্ব-প্রকাশিলে হ'বে যে বলি।

হেতু ওঁচা-বধে ফুল বীতে যাবে ঝরে।

বিফলিবে তব ঈহা বয়োবৃদ্ধি তরে।

পূর্ণগুল হ'বে শনৈঃ দ্রুমে রয়ে তুমি।

তারিপরে গন্ধ বিলে ঋণী করো ভূমি।

তব গুণে তমঃ হ'তে হোক সবে ভাত।

হ'বে সবে ইথে সদা আরো দ্বেলমাত।

সভান মনারশিতে যবে তুমি রবে,

সত্যি ! তহনি তুহি সফল গুল হ'বে।

২০-০৫-১৯৮৬ ইং

রাত- ২:২০ মিঃ।

(সনেট)

আহত বিহঙ্গরা

আহত বিহঙ্গরা খাঁচায় কাতরাচ্ছে।
দিনে দিনে নিপাত-প্রহর গুণে যাচ্ছে
তাঁরা-ই করেছে মুক্ত ; হালের অরণ্য।
আহত বলে ; তাঁরা-ই আজিকে নগণ্য !
অনাহারেই যুদ্ধেছে বহুদিন তাঁরা।
রোপিয়াছে অরণ্যে সুখ-শান্তির চারা।
নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই-ছিল অরণ্য।
মুক্ত করে অরণ্যরে ; তাঁরা বীর মন্য।
দানে তাঁদের অনেকে ; শুধু নিজেদের।
স্মরে কেউ অরণ্যে': কেউবা নাহি ফের।
যাঁদের লাগি' অরণ্য-টা রক্ষা পেয়েছি,
কেন তাঁদের আজিকে সবে ভুলে গেছি ?
অরেণ্যে' সবে যদি হয় সত্যি কৃতজ্ঞ ?
তবে কেন মোরা তাঁদের শ্রদ্ধায় অজ্ঞ ?

শুক্রবার ০৪-০৮-১৯৮৯ ইং।
সকাল- ১১:২০ মিঃ।

অরণ্য- বর্তমান বাংলাদেশ,
আহত বিহঙ্গরা- অবহেলিত মুক্তি যোদ্ধারা।

(সনেট)

স্বর্ণলতা

এই বনেতে আছে- কতক স্বর্ণলতা।

গাছে গাছে বাঁচে যারা, শোষে গাছ-পাঁতা।

স্বর্ণ রং আছে বলে করে তারা বড়াই।

ভাবেওনা একটু কেন গাছে জড়াই।

দোলে তারা গাছের সানে বায় দোলাতে।

বাঁচিতে তারা ভেদেনা মূল মৃত্তিকাতে।

নামে মাত্রঃ তারা যে বনেতে স্বর্ণলতা।

বাস্তবে কিন্তু তারা গাছ-চোষকলতা।

স্বর্ণলতারা নীচ, বড়ই স্বার্থপর ;

নিজের তরেই তারা, নহে কারোতর’।

স্বর্ণলতারা আলসে, নহে উপকারী।

গাছের সনে তারা উপরে মিত্যচারী।

স্বর্ণলতারা নিশ্চয় মাটিতে পতিবে !

পরনির্ভরতা যে কী তখন বুঝিবে !

১৫-০৭-১৯৯০ইং
রাত ৮:৩০ মিঃ।

(ছন্দ)

অনুশোচনা

ভাবে এক পদ্ম সতত ঃ
কেন তার জন্ম হলো মাত্র সরোবরে ?
যেন সে ফুটেছে-
আজ তুচ্ছ গোবরে।
হায় ! বিধাতা তুমি
তারে এ কী করিলে।
জন্ম তারে দিতেই না হয়
তব ধূ ধূ বিলে
এঁ্যাদো সরোবরে পদ্মের
বাহার নাহি পায় প্রকাশ।
বরং আহোরাত্র ক্রমশ ঃ
তার হচ্ছে সর্বনাশ।
ওরে, পদ্ম তুমি কেঁদোনা ;
মনে করো, এতব মন্দকপালে।
জানি, ফুটিত তব শোভা,
যদি তুমি হ'তে বিলে !

০১-০৯-৯০ ইং।
রাত- ১০ :০২ মিঃ।

(গদ্যরূপ)

তখন তুমি ?

তুমি আমার ঘুড্ডি ....
তাইতো তুমি উড়ছ আর উড়ছ।
ওই নীল আকাশে, শুভ্র শ্বেত তুলট আভের নীচে।
আর উড়বেই না কেন ?
সূতা যে ঢিল করা হয়েছে !
সে অ-নে-ক সূতো !
এ সূতা ছিঁড়িবার নয়।
বড়ো শক্ত ! সে তো হৃদয়ের গভীর বন্ধনে।
আর দুষ্ট মলয় ও মওকা পেয়ে,
তোমাকে নাচাচ্ছে দুলিয়ে দুলিয়ে।
তাইতো তুমি সাঁ-সাঁ রবে দুলছ।
আর আমি .... !
আমার কথা না হয় থাক।
আমি তো তোমার বহুদূরে।
লাটাই ধরে তীর্থের কাকের মতো
দণ্ডায়মান ; অসহিঞ্চু পীড়ন সহে
ওই তপ্ত সূয্যটার নীচে।
তুমি ঘুড্ডি বলে আবেগোল্লাসে
উড়ছ-দুলছ পরকীয়া প্রেমে,
অপার জৈবিক আস্বাদনে !
মনে রেখো-
ওই দুষ্ট মলয় সহসা থেমে যাবে !
আর হাসবে চুপি চুপি -
কত বোকা তুমি !
কত লোলুপ তুমি !
লাটাই যে আমার হাতে !
জান কি ?
আমি নিরবে-নিভৃতে সবি সহে চলছি।
যবে আমি ধৈয্যের উন্মত সায়র
পেরিয়ে নির্জন ধূ-ধূ তীরে পৌছুব
তখন আমি লাটাই ধরে দেব-
এক টান .... ব-কাট্টা লৌ...ট !
যা' আমার কাছেও খারাপ লাগার মতো।
তখন তুমি ...... ?

৩১-০১-১৯৯২ ইং।
সময় ঃ দুপুর- ১:২০ মিঃ।

বিশ্বমঞ্চের নাট্যকার

মোরা কেহ নহি বৃত্তের বহিঃ
যতই বেগবান হইনা কেন,
একসময়ে থমকে দাঁড়াই যেন।
এটাই বাস্তব সত্য।
অলীক নহে, এটা যে মর্ত্য !
মোরা যে বিধাতার নাটকের
একেক চরিত্র।
যাচ্ছি করে শুধু এই বিশ্ব মঞ্চে
নিজেরি অজান্তে শুধু অভিনয়-
কারো মা, কারো পিতা,
কারো বোন, কারো ভাই কত কী রূপে !
এ সবই তাঁরি ছেলে-খেলা,
মন-মর্জির সৃষ্ট মানবচিত্র।
বড়ো নাট্যকার যে তিনি,
শুধু-ই তাঁরি সকাশে।
সৃষ্টির তরে মোরা ঋণী।
তাঁরি সৃজন নেশার সূচীপত্রে
মোরা কতক অধ্যায় !
নির্বাচিত, পাঠ্য, মঞ্চস্থ
মোরা এই বসুধায়।
এই রঙ্গমঞ্চে, এই বিশ্বমঞ্চে
যে চরিত্রে থাকবে সুষম গুণাবলী।
সে-ই পরজগতে
ওই নাট্যকারের, ওই বিচারকের আদালতে।
পাবে ট্রফি সে যে- "স্বর্গ"
হলে অভিনয় শৈলী।
মহাবিশ্বের নাট্যসংগঠনের নাট্যকার, সবি তাঁর।
অধিপতিও যে তিনি,
নেই কোনো অংশীদার,
ওই বি-ধা-তা-র !

১৬-০৪-০৬ ইং।
রাত- ৯.২০ মিঃ।

(রূপক)

এবং তুহি

এবং তুহি এলে-
সর্বস্ব হারিয়ে।
ফের কী নিলে
হ’বে খুশি তব হিয়ে?
জানি, তুহি চাও নাহি কিছু (?)
তবুও জিজ্ঞাসা হয়
হে সুনয়না, কেন নিলে পিছু ?
নাহি কেহ সত্যি তব সম।
চন্দ্র তুহি,নেই পূর্ণিমা
দূঃখ ভরা হৃদে ; প্রশ্ন এই-
কেন এত তমঃ ?
পড়ে কি হিয়ায়
সে-ই কথা,সেই ঘটনা ?
পড়ে হৃদে প্রায়-
হেরিয়া তোমায়
হিজলতলে খেলেছিনু
কত খেলা ! আজ শুধু- ই হেলা !
কথন ছিল, হ’বে আমারি।
গেলে ত চলে,
আমায় ফেলে,
পাখায় ভরকরে
এক দুষ্ট চিলের !
শেষে কত যে বাজিয়েছি
বেদনার বেণু
পড়িয়েছিলে মাল্য তারে,
প্রণয়-প্রেম দিয়েছিলে তারে,
কেন এলে ফের;
নাকি কাঙ্গাল, আজি প্রণয়ের ঢের ?

১৬-০৪-২০০৬ ইং
রাত- ৮:২০ মিঃ।

(সনেট)

হৃদের পাখি

লেগেছিল ভালো এক অরণ্যের পাখি।
দর্শিতাম তারে রোজ; জুড়াত না আঁখি।
নিত্য পাখি করিত দেখা আমারি সনে।
জানিত না এ আভাস কোনো পরজনে।
আশিলাম, রবে সে মোর জীবন ভরে।
বানিয়েছিলাম তাই, খাঁচা তারি তরে।
একদিন পাখি চলে গেল বহু দূরে।
কেঁদেছি আমি তারিপরে করুণ সুরে !

ভালবাস যদি কভূ মোর মতো পাখি।
করুণ সুরে ঝরিবে সদা নীর-আঁখি।
ভালবাসিবে ফাঁদপেতে যে-কোনো পাখি।
ফাঁদেই তারে নিজে দর্শে জুড়াবে আঁখি।
পাখির সেবায় তবে ; আশা হ'বে পূর্ণ।
নচেৎ হাল-ভবিষ্যৎ সবই চূর্ণ।

০৩-০৮-১৯৮৯ ইং।
দুপুরঃ ১:০০ মিঃ।

(ভালবাসা ও প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে)

(ছন্দ)

হে জগৎ স্বামী

ক্ষমো হে স্বামী, হে জগৎ স্বামী !
বিহঙ্গ প্রতিম করিনা যত-ই কলরব।
তুমি-ই রব, তুমি-ই সব।।
বান্ধা তব আমি ; প্রভূ তুমি।
মাখলুকাত, বিশ্বব্রক্ষ্মাড, চরাচর-
সবি তব সৃষ্টি।
নিদ নেই, আহার নেই তব চিরতর।
শুধু ওই আরসে-ই নয়
সর্বত্র আতত: তুমি -
সর্বত্র বিচরণে রয়-
তব মহান দৃষ্টি।।
সাম্যবাদী তুমি, ন্যায় বিচারক তুমি,
ঘটেছে যত ঘটনা এ-ই ভূমি'-
ইশারায় তব, সদা নমি।।
দানিছ বিবেক মোদের'
কারো ঈষৎ, কারো ঢ়ের।
বিচারিবে তুমি ওই আরসে বসি'
হেরিব মোরা
তব যত দাস-দাসী।
কী করেছি এথায় ?
সাক্ষী তব দু-ই দূত, স্বর্গীয় পূত,
বিশাল নভোঃ আর অদৃশ্য বায়।
ক্রন্দিব, ক্রন্দিবে কত জন, তখন
অনুশোচনার সুরে হায়, হায় !!
নরকে না ফেলে, রেখে স্বর্গ দলে
মোরে দিও গো, তুমি সায়, সেথায়।

২১-০৪-০৬ ইং।
সকাল- ৮:০০ মিঃ।

(ছন্দ)

কেবা সাধু

কেবা সাধু,
এই বিশ্বময়ে ?
যে থাকে সততা নিয়ে।
কেবা সাধু,
এবে চরিতে অত ?
যার চরিত অক্ষত।
কেবা সাধু,
মহানুভবতায় ?
যে দেয় বিপদগ্রস্তকে সায় ?
কেবা সাধু,
শরিয়ত তরিকায় ?
যারে ভ্রমে নাহি পায়।
কেবা সাধু,
সত্য ব্যক্ত করনে ?
যার ভয় আছে সদা মরনে।
কেবা সাধু,
হকদারের হকদানে ?
যে ইসলাম বিধি মানে।
কেবা সাধু,
ইসলাম মতে বসুধায়ে-
যে ব্যস্ত পাঁচোয়াক্ত নামাজ আদায়ে (?)

১০-০৯-১৯৮৫ ইং
রাত- ০৮:০০ মিঃ।

(ছন্দ)

মনুষ্যত্ব

সহজাত প্রবৃত্তি নহে মনুষ্যত্ব ;
নহেও তা' গুণ মানবের।
কিন্তু ভাবে মানব সতত :
মনুষ্যত্ব বুঝি বিলাস-ব্যসনের।।
মনুষ্যত্ব সে যে-
বহোত দুঃখ-কষ্টের ত্যাগ স্বীকার।
নহে সহজ-লভ্য তা'
বরং উপলব্ধি-দুঃখ-কষ্টের সার।
অগম সাধনার বলেই-
মানব পারে তা' অর্জিতে।।
আছে নিদর্শন বহোত
যারা এবেও খ-শশী ক্ষিতিতে।
মস্ত মস্ত পীর, মস্ত মস্ত সাধক
সত্যিই অর্জিছেন মনুষ্যত্ব।
দিবা-নিশি অতন্দ্র প্রহরী তাঁরা ;
ছিলও তাঁদের বিশেষত্ব।
মনুষ্যত্ব বেগার মানব সত্যিই
বত্মভ্রষ্ট আর জীবনাজ্ঞ।
ত্যঁই হই যেন সবে সাধক,
বলি, আত্মা-অর্জিব পরম প্রজ্ঞ।

৩০-০৩-১৯৯০ ইং
বেলা- ১২:২০ মিঃ।

(ছন্দ)

জ্ঞান গ্রহণে

ঘুরিত মানব বীতে
মুনির দ্বারে দ্বারে
শুধু একটু জ্ঞানের সন্ধানে।
কিন্তু আজিকে মুনি
ঘুরিছে তাদের দ্বারে দ্বারে ;
হায় ! গ্রহিছেনা জ্ঞান তারা মুনি আহ্বানে।
পারে তারা সময় দিতে
পারে তারা অর্থ ব্যয়িতে,
দ্বেল বিলাস-ব্যসন-সুখ'
আহা ! বড় দুঃখ লাগে-
অধুনায় কেন মানব
জ্ঞান সঞ্চয়ে এত বিমুখ?
জ্ঞান সঞ্চয়ে তারা
নাহি প্রদানে আজি ;
আশু তীর্থের প্রাপ্য মাহিনা !
কিন্তু পাপার্জনে তারা ব্যয়ে যে-
সদা বহু অর্থ-কড়ি ;
জাহেল তারা, গেল চিনা !
জ্ঞান পূর্ণ চিত্তে ঈশের
গুণ-বীর্য অনুধাবিত হয়।
ঈশেরে না চিনিলে এবে-
রবে যে দ্যাবা অজয় !

১৯-০৪-১৯৯০ ইং
রাত- ৭:০০ মিঃ।

(ছন্দ)

জল্পনা-কল্পনা

আমার ভাবনা শুধু মহাকাশ নিয়ে।
এরই মধ্যে হঠাৎ করে হ'লো আমার বিয়ে।
চড়েছে রকেট, ছুঁয়েছে তারকা
সংসার জীবনে খেয়েছি আমি বউয়ের বকাঝকা।
আমার যে গবেষণা-শুধু ঐ মহাকাশ ! ঐ মহাকাশ !
সংসারে বউ-এর চাহিদা বছর-মাস !
সকাল-বিকাল-রাত গবেষণায় হই কাত।
আবিস্কার আর সম্মোহনী শক্তিতে
আমি মিলাই বার বার হাত।
ওগো, এদিকে এসোনা, আমার যে আর সইছেনা !
বলো, আমি কী করেছি হেন তব লাগি ?
আমি যে তব চাহি প্রণয়, এ মিথ্যে নয় ;
তব ভালবাসা মাগি।
ঐ যে, ওঠেছে চাঁদ, দেখা যায় সহস্র তারকা।
গ্যালিলীও দিয়েছে দূরবীণ,
হাতে লয়ে তা' করেছি গবেষণা একা।
পবিত্র কোর্‌আনপাকে করিছেন এরশাদ খোদা-
হে মানব জাতি ! আমার সমূদয় সৃষ্টি ;
দিয়ো তাতে দৃষ্টি।
করিছি তোমাদের সকলেরে-বিজ্ঞ মহান।
করিবে দুনিয়া, ভাবিবে গভীর, আছে যতক্ষণ প্রাণ।
এ সত্য, ধ্রুব, শুধু মানুষ জাতির তরে।
ভাবি নিজেরে মানব জাতির একজন প্রতিনিধি মনেকরে।
আমি নহি ফেরেশ্‌তা, নহি কোনো নবী।
আমি যে মানব, না ভেবে নিজেরে মহামানব ;
করিতে চাহি, গড়িতে চাহি সবি।
না হয়ে কোনো কবি, না হয়ে কোনো দার্শনিক।
সত্যের মাঝে ছুটেছি আমি, ছুটিব জীবনভর
আমি এক মানব আত্মা, রয়েছে মোর সত্ত্বা
এ নহে অলীক, এটা-ই ঠিক।

০৭-১০-২০০৪ ইং।
রাত- ৮:০০ মিঃ।

(সনেট)

তরীটির করুণ কথা

তরীটি সমুদ্রে ধীর গতিতে চলছে।
ঊর্মির সোঁ সোঁ রবে যাত্রীহৃদ গল্‌ছে।
কঠোর মলয়ে তরীটি বড্ড দুল্‌ছে।
নামেত: চালকেরা উচ্চ কথা বলছে।
কিন্তু মানছেনা যে যাত্রীদের হৃদয়।
ভয়াল ঊর্মির দোলে পাচ্ছে তারা ভয়।
তরীটিতে দক্ষ এক সারেং দরকার।
সারেং তরে যাত্রীরা করছে চীৎকার !

কতক সারেং তরী চালাতে পটু নহে।
কেন যাত্রীরা তাদের' তরীর সারেং কহে ?
তরী চালাতে সারেংকে দক্ষ হ'তে হ'বে।
তবেই যাবে বেঁচে তরীর যাত্রী সবে।
সারেং- চালকেরা যদি সুমনের হয়,
তাহ'লে যাত্রীরা পাবেনা ঊর্মিতে ভয়।

২৪-০৪-২০০৫ ইং
রাত- ১০:১০ মিঃ।

বয়ে যাও, ঝরনা

বহো ঝর্না ! বহো !

কভূ থেকোনা থেমে ;

শ্যামগিরি, শ্যামমেঘ হেরে।।

কী করিবে ঐ শ্যাম গিরি তোমারে ?

শ্যাম-গিরি ত আছে দাঁড়িয়ে ;

তবুও যাবে বহে তুমি।

মাভৈ ! মাভৈ ! আজি কীসের ভীতি ?

বজিয়ে রেখো চলনে তব ধর্ম-নীতি।

তুমি যে ছিলে কিছু কাল পুর্বে

কত স্রোতমান ! কত বহমান !

যাওগো যদি থেমে, তব শ্রম বৃথা।

ঐ পানে উদার সায়র,

কী মনিত ! ভাবছে তব কথা।

কী করিবে ঐ শ্যাম মেঘ তোমারে ?

তুমি ত শুধু সায়রের !

শুধু সায়রের, হেরোনা কোনো পানে।

ঝট্‌কা যাবে উড়ে ঐ শ্যাম মেঘ ;

তব কথা যে সদা সমীর ভাবছে মনে।

মেঘ যে সৃজিত সায়র হ'তে।

ভাসায় শূন্যে তারে ঐ সমীর ;

হেরে যায় শ্যামগিরি প্রবল স্রোতে।

বয়ে যাও কল্‌কলে সাহসী চিতে।

বেশক, বেশক, তব মিথুন হ'বে।

একদা ঐ সায়র সনে।

তব প্রবল স্রোতে যাবে যে ভেসে।

সব রুদ্র ফণা অজানা পানে।

০৫-১০-৯১ ইং

দুপুর- ২:৩৯ মিঃ।

(গদ্যরূপ)

<u>প্রতীক্ষা</u>

বইছে এক ঝর্‌না শত বহ্নি চূঁড়ার
মাঝ দিয়ে প্রেমাবেগ নিয়ে,
লগন্ নাহি যে তার আজি পিছু হেরার।
ঝর্‌না ! ঝরনা ! হেরো, হেরো ;
ডাকিছে, তব ঝঙ্কারে অস্থির যে সায়র !
এত বিক্ষুদ্ধ বেগে, এত নিরবধি জেগে।
কেন এত তাড়া, হে সুপ্রিয়ে ?
শ্রবনো প্রিয়ে ! যাবেনা শুকিয়ে এত আগে।
বহো মন্থরে; নহে সত্বরে !
পাবে যে টের আকাশের ওই শ্যামমেঘবর!

০৫-০৫-৯১ ইং
দুপুর- ২টা।

নতুন পদ্ধতি ঃ সাপাঁ- (Senfie)
প্রথম লাইনে সাত অক্ষর- সা
দ্বিতীয় লাইনে পাঁচ অক্ষর- পাঁ।
<u>Se</u>ve<u>n</u>- sen,   <u>Fi</u>v<u>e</u>- fie

চাঁদরে

পাঁচিল বঁধু চাঁদে
পঁইঠা কাঁখি।
ফোঁটে মাঁবের সুঁদি
অঁতর আঁখি।
সাঁজালে ঠ্যাঁ হঁইয়্যা
চাঁদরে খুঁজে।
খুঁতেযায় চাঁদরে
আঁখিরে বুঁজে !
পাঁজিতে আঁছিল না
চাঁদ আঁধারে।
পাঁজর বাঁশী ত্যঁই
আঁতরে খুঁরে !

২৮-০৪-১৯৯০ ইং।
সকাল ৭:২০ মিঃ।

(সংলাপ কবিতা)

সাহিত্যের গুরুত্ব

উজবুক ঃ সাহিত্যের আর নেইকো জরুর ;
এযুগ যে বিজ্ঞানের !
জ্ঞানী ঃ ওরে ! বেকুব ব্যাটা, শুনরে তবে ;
সাহিত্যের লাগি' আজি সর্বস্ব মানবের।
উজবুক ঃ সাহিত্য দিয়ে আর হবেটা কী ?
মানুষ ত নয় সেকেলে !
জ্ঞানী ঃ রাসভ কোথাকার ! শুনরে এবার ;
সাহিত্য-ই কিছু উদ্ভাবনে বিজ্ঞানে ফেলে।
উজবুক ঃ মানিলাম না হয় সে-কথন ;
সাহিত্য, নয়তো থিওরি।
জ্ঞানী ঃ আছে কি তোর বুদ্ধি ব্যাটা ?
'সাহিত্য' মানে ভাবনা জরুর মানবেরি।
উজবুকঃ বুঝাও হে, মোরে বুঝনেওয়ালা ;
'সাহিত্য' আর 'বিজ্ঞান' কী ?
জ্ঞানী ঃ সাহিত্যের জরুর না হ'লে আজি
হ'তনা বিজ্ঞানের অত ঋদ্ধি, বুঝেছ নাকি ?
শোনরে, সাহিত্যের তরে-ই বিজ্ঞান আছে।
তাই ত বিজ্ঞান মানবের এত কাছে।
সেকালে ভাবিত মানুষ, পক্ষী উড়ে কেমনে ?
এ প্রশ্ন যে সাহিত্যের, করে তৈরী উড়োযান বিজ্ঞানে।
"আগে সাহিত্য পরে বিজ্ঞান"- একথাটি জেনো।
সাহিত্য বিনে চলেনা বিজ্ঞান, বুঝনি এখনো ?
উজবুকঃ সত্যি এবার বুঝেছি-সাহিত্যের জরুর কথা।
সাহিত্য-ই মানবের সর্বস্ব উদ্ভাবনের প্রথা।

১৯-০৪-১৯৮৪ ইং
দুপুর- ১২:২০ মিঃ।

(অনুপ্রাস)

চাঁদ

চেয়েছিনু চাঁদরে চিরতরে।

চাঁদাভে-ই চুরিত চিত্ত চিরে।

চাঁদ ! চন্দ্র ! চিত্তে চাহি' চলনে।

চ্যুতিলাম চিত্ত, চাঁদরে চিনে !

চূর্ণ ! চোখের চাঁদ চিরতরে।

চাঁদের চে' চাঁদারো চরাচরে !

২৬-০৬-২০০২ ইং।

রাত- ৯:০৫ মিঃ।

(সনেট)

মুসল্‌মান্‌ কী ?

মুসল্‌মান্‌ সদ্মে যদ্যপি তব ভন।

নও তুহি তথাপি মুসল্‌মান্‌ জন।

মুসল্‌মান্‌ নামে যদ্যপি তব নাম।

নও তুহি তথাপি মুসল্‌মান্‌ ঠাম।

ইসলাম গ্রহণে মুসল্‌মানে' জন্ম।

হেতু ইহা মুসল্‌মানের মেধ্য ধর্ম।

মুসল্‌মান্‌ তরে ইথে প্রদত্ত মর্ম।

'ইসলাম' বিনে নাহি মুসলিম শর্ম।

আনতে হ'বে তাদের সর্বাগ্রে ঈমান্‌।

নচেৎ নহে এরা সত্য মুসল্‌মান্‌।

'এবাদত' ঈমানালোকে ভূ-কৃত কার্য।

প্রকৃত মুসল্‌মান্‌ তরে ইহা ধার্য।

মুসল্‌মান্‌, মহানবী (সঃ) -র অনুসারী।

যাবে স্বর্গে, হ'লে তাঁর কৃত কর্মকারী।

০৬-০৪-১৯৮৯ ইং।

সকাল- ৮:২০ মিঃ।

(ছন্দ) (রূপক)

এরা-ই মশকদল

কিনিলাম ভয়ে মশারিটা।

মেয়েটির লাগি।

আর মশারিটা ভেদে

রক্ত শোষে, শেষিছে-

মেয়েটির বল।

এ্যাঁদো ডোবায় আর নর্দমায়-

জন্ম যাদের

নিশিতে ভ্যাঁন ভ্যাঁনে,

হয়েছে টস্‌টসে লাল।

এরা ই মশক দল !

১৩-০৯-১৯৮৯ ইং।

সন্ধ্যা- ৬:০০ মিঃ।

(রাজাকার ও দূনীর্তিবাজদেরকে উদ্দেশ্য করে)

(সনেট)

স্বার্থপর বৃক্ষটি

উড়াচ্ছে সবে পত্‌পত্‌ আজ পতাকা।
হয়েছিল সবুজে তার লালচে আঁকা।
বায় বিনে উড়েছিল না এ পতাকাটি।
পতাকা ইচ্ছুকেরা কুপিল দৃঢ় খুঁটি।
পণিল ইচ্ছুকেরা পতাকাটি উড়াতে।
মিত্রিল এক বৃক্ষ তাদের সনে রাতে।
আশ দিল বৃক্ষটি বায় দিবে তাদের।
ডাল নাড়িয়ে তার সৃজিল বায় ঢের।

শনৈঃ অর্জেছিল এ বৃক্ষটা তার স্বার্থ।
দেখিয়েছিল সবেরে, করেছে পরার্থ।
যুদ্ধে শোষিল বৃক্ষটা প্রায় সব বায়।
সত্যিকারে তারা বায়, বেশি নাহি পায়।
ভ্রাতৃদ্বয়ে' লাগিয়ে যুদ্ধ হ'ল সে-ভাল
বৃক্ষটি যে স্বার্থপর পরে বুঝা গেল !

০৩-১১-১৯৮৯ ইং।
রাত- ৮:৪০ মিঃ।

(সনেট)

জোনাকি

হয়েছিল ভন্ ভূ-তে বহু জোনাকির।
যারা এখনো জীবিত, করে উচ্চ শির।
গোটা ভূ-ই ছিল যবে গভীর আঁধারে।
আলো দানিল জোনাকি তৎপর তারে।
চাঁদ বিহনে, নিশিতে সর্ব আলো দলে।
জোনাকির আলো কিন্তু মিট্ মিট্ জ্বলে।
যায়না চেনা দিনে ; পূতঃ জোনাকিদের।
আলো দানিতে তারা হয় নিশিতে বের।

জোনাকিদের দেখিতে যদিওবা খর্ব।
তবুও তাঁরা আলো দানে এ ভূ-র গর্ব।
জোনাকির আলোয় আজ ভূ- আলোকিত
মৃতবৎ মানব ত আজ, উজ্জীবিত।
করো ঈহা সবে জোনাকির মতো হ'তে।
তাহলে, পাবে যে ভূ-সজ্জন শতে শতে।

(জগতের জ্ঞানী-গুণীজনদেরকে উদ্দেশ্য করে)

২৫-০৭-১৯৮৯ ইং।
রাত- ১:৩০ মিঃ।

(সনেট) (রূপক)

সুপ্ত পাখিটির জ্বালা

জাগিল না পাখিটি সম্মত ঘুম হ'তে।
সেই যে কখন সুরুজ ওঠেছে খ-তে।
দিবসে ঘনিয়ে এলো রজনীর পালা।
ঘুমিয়ে থাকায় পাখিটা বুঝেছে জ্বালা।
নিশিভর কাটাইল সে উৎকণ্ঠায়।
হেন্‌কাজ কেন-ইবা করিলাম, হায় !
দানেছিল ঐ সুরুজ তারে প্রণয়ালো।
ভ্রমিনু, ভ্রমিনু আমি, উহ্‌ একী হলো !

সুরুজের প্রিয় ছিল ওই পাখিটা-ই।
পাখিটি যে সুষম, কারণ একটাই !
প্রথম দেখা, প্রথম ছোঁয়া, সুপ্ত-স্মৃতি।
অন্তঃপুরে জমে যেন হিম প্রেম-প্রীতি।
ভ্রম নাহি করো কেহ, ঐ পাখির মতো।
জাগিবে, দিবে সায়, হোক বিপত্তি যতো।

২০/০২/১৯৮৪ ইং।
সকাল- ৭:২০ মিঃ।

(তি চা দু দু/ ত্রি চৌ দ্বি দ্বি) নব পদ্ধতি

(রূপক)

যেন প্রজাপতি

পরনে প্রজাপতি পূতঃ পর্দা।

মরনে মহামতি মত মর্দা।

পূজিল প্রজাপতি পূর্ণ পদে।

মুজিল মহামতি মন মদে।

পণিল প্রজাপতি পণ পরে।

মনিল মহামতি মন মরে।

১০-০৫-১৯৮৯ ইং।

সকাল- ৮:২০ মিঃ।

পদ্ধতি ঃ

✸ প্রথম লাইনের তিন অক্ষর- তি / ত্রি

✸ দ্বিতীয় লাইনে চার অক্ষর- চৌ / চা

✸ তৃতীয় লাইে দুই অক্ষর- দ্বি / দু

✸ চতুর্থ লাইনে দুই অক্ষর- দ্বি / দু

(ছন্দ)

আত্ম বিশ্লেষণ

আমার আমিত্ব গিয়েছি যেন ভুলে।
রয়ে, গুজরানে দিবস-রজনী কত, গত,
ঐ শয়তান দলে !
করেছিল পণ, শয়তান আপ্রাণ,
করিবে মোদেরে স্বর্গ চ্যুত, ফলে
হয়েছিলুম ও তা-ই, ভেবেছিল যা-ই।
সে-ই থেকে, হে মনুজাতি !
পোহাইলে দূর্যোগ রাতি,
শ্রীহীন জরাজীর্ণ ধরায় এলে !
আর আজাজিল, ইবলিস, শয়তান,
ওরে যা-ই বলিনা কেনো,
ক্ষণে ক্ষণে ধোঁকা, বানিয়ে বোকা,
সেজে খলে।
প্রভূ-র ঐ সপ্ত নরকে ফেলে,
করিবে পূর্ণ ওর সাধনা আর সাধ,
ইস্পাত মনোবলে।
এসবি মোরা জ্ঞাত, এবীত'
পণি মোরা এ-ই চিত'
করেছি যত পাপ, করে অনুতাপ,
বিলাস-ব্যসন সর্বস্ব ফেলে,
নিজেরে বিশ্লেষণে পলে পলে,
ওই শয়তান হ'তে এ-ই ভূ-তে
রক্ষে নিজেরে, পড়ে রক্ষাকবচ গলে !

২৭-০৪-২০০৬ ইং
সকাল- ৬:২০ মিঃ।

(ছন্দ)

পর পুরুষ গামিনী

পর পুরুষ গামিনী নও

কভূ হে নারীজাত !

দিওনাগো তব পতিরে আঘাত।

গড়িছেন বিধি নিজে ;

তব তরে পতি।

রয়েছে ত তব তরে-

সে এ-ই সুষম ক্ষিতি’।

তব তরে পতি-ই চির নির্ধারিত।

তবে সে পদে কোনো পরপুরুষ

নহে আশ্রিত।

শুধু বিধি পশুতরে

করেন নি তা’ নির্ধারণ।

অপরাপর করে তঁ্যই

অবাধে বিচরণ।

হয়েছে মানা তা’

মোদেরি তরে।

ডাকে তঁ্যই মোদেরে

“মানুষ” নাম ধরে !

০১-১১-১৯৯০ ইং
দুপর- ৩টা।

(নারীদেরকে উদ্দেশ্যকরে)

(ছন্দ)

মহা বিজয়

আমি-
কোনো প্রতিযোগী নই,
নহি কোনো প্রতিযোগী।
চাহিনা গড়তে ত্যঁই,
কোনো পাহাড়-গিরি অর্থের, ঢের,
তপস্বী জীবন মাগি।
রোদিনা কভূ,
ক্রন্দিনা কভূ,
হে জগৎ স্বামী !
হে অর্ন্তযামী !
হে মম প্রভূ !
আমি ত কোনো যোগী নই ;
আমি অতি সাধারণ।
কাটে সময় মম, যোগীর সম পঁই পঁই
ক'রে সাধনা, সে যে গবেষণা,
সংকল্প চিতে আমরণ।
করিব কত সৃষ্টি !
সততঃ এ যে আত্মতুষ্টি।
ওহে মোর প্রভূ !
বসবাসি তব ভূ'।
তোমারে নমি, দিওগো তুমি
তাতে গহীন দৃষ্টি।
দিব্যি তব, চলব বজিয়ে -
পুতঃ পবিত্র হিয়ে,
যত ধর্ম কৃষ্টি।
মানব-ধর্ম সবচে' বড় ধর্ম,
উপরে এর আর নাহি।
গাহিব সাম্যের গান,
রেখে বজিয়ে মম মান,
বল, আর কী চাই ?
জানি, অর্থের পিছু নিয়েছে ভাই,
পুরো বিশ্বটা-ই।
অনেকে আছে অর্থের স্বামী,
স্থান-কাল-পাত্র সকাশে দামী।
চহিনা হ'তে এমন,
পঙ্কিল পথে করে গমন।
সত্যের জয়, সে যে মহা বিজয়।
অসত্যের জয়, শেষে নাহি হয়।

২৬-০৪-০৬ ইং
রাত- ৯:১০ মিঃ।

(ছন্দ)

প্রতিবন্ধী

একই সভ্য সমাজ-ফর্দে যে লেখা-
মোদের সবেরি নাম।
একই ভবন-ছাদ তলে বসবাসি মোরা-
কেহ নহে মোর ঠাম !
মোরে দূরে ঠেলে দিয়ে-
ভিন্নতা সৃজে কেন এ সমাজ ?
হেরে স্বপন মোরে নিয়ে-
আসছে প্রজন্ম, মোর যে কত কাজ !
এ বসুধায়ে তোমরা ও মানুষ,
আমিও যে মানুষ,
নাহি কোনো ফরক মোদেরি মাঝে আজো।
সততঃ সদা করি মনে তাহা
দুঃখ ভারী, আহা !
সুযোগে তোমরা কেন সজ্জন সাজো ?
'মানুষ' বলতে বুঝায় যাহা,
আমিও তাহা,
শুধু তোমরা-ই নও 'মানুষ'।
ধেনু বিকৃতি, সমাজ অস্বীকৃতি,
'প্রতিবন্ধী' নামে খোঁজ মোর যত দোষ !
আমিও যে প্রদর্শিতে সক্ষম-
নিপুণতার ছাপ, নহি অক্ষম,
এ কথা-টি তোমরা সকলে জেনো।
সমাজের, দেশের তাবৎ বিশ্বের,
বৈচিত্র প্রন্নোতি সবি ঢের,
আমি ও আনি, যতটুকু জানি,
পাশে রয়ে ভাই, তোমরাও আনো।

২৩-০৪-০৬ ইং
রাত- ৯:২০ মিঃ।

(বিশ্বের কানা, অন্ধ, পঙ্গু, বধির, বোবা, অঙ্গহীন- এদেরকে উদ্দেশ্য করে)

(রূপক)   (ছন্দ)

মনের বনে শূকরটি

মনের বনে-

লুকিয়ে আছে, সে-ই শূকরটি।

কোন সময়ে যে সে-

ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে নর টুঁটি (?)

বিশ্বাস নেই, লাজ যে নেই ;

সে-ই শূকরের !

শূকরটি যে-

সে-ই মেথর পুরের !

২১-১১-১৯৮৯ ইং

সকাল- ১০টা।

(মানুষের স্বভাব-চরিত্রকে উদ্দেশ্য করে)

কোকিল

কাউয়্যারে কোকিল;

কাবু করেছে।

কোকিল করণীয় ;

কাঙ্কের কাছে

কান্ডহীনে কাউয়্যা

কোকিল - করে।

কোকিল কৃতজ্ঞতা

কঙ্ক কীর্তিরে।

কোকিলেরা কঞ্জুস

কুক্ষি-কদরে।

কুকায্যে কোকিলেরা ;

কলুষ করে।

২৫-০৪-১৯৯০ ইং
দুপুর- ৩:২০ মিঃ।

গো-গোপাল

গো-গোপাল গর্জনে
গরু গুমিল।
গগনে গাঢ় গড়ে
গাঢ় গলিল।
গোপাল গড়িগড়ি
গৃহতে গেল।
গাঢ় গর্জনে গবে
গরু গিলিল।
গোপাল গৃহে গিয়ে
গো-গুঞ্জরিল ;
গৃহগণ গোপালে
গরু গোলিল !

২৫-০৪-১৯৯০ ইং
বিকাল- ৪:৩০ মিঃ।

ভবেরা

ভুবন ভাত, ভানু

ভুবনে ভাতে।

ভরিছেনা ভুবন

ভারে ভব্যতে।

ভুজগেভর ভব

ভানু ভন্ডুল।

ভুতুড়ে ভবে ভাতা,

ভানুর ভুল ?

ভবেরা ভা-এ ভৃত

ভানুর ভাবে।

ভবেরা ভাভ্রংশোনা

ভা ভাত্ ভবে।

০২-০৫-১৯৯০ ইং

সময়- ১:২০ মিঃ।

সাপাঁ- (Senfie) নব পদ্ধতি

নব্যরা

নব্যরা নত নিতি

নবীর নয়।

নবীর নয়ে নাক

নাই-নপায়।

নবীর নয় নিয়ে

নরসিওনা।

নবীর-নয় নমস্য

নিপতিওনা।

নবী নয় নমাজ

নিবৃত্তিও না।

নব্যাধম নধর

নাথ-নয়না’।

২৫-০৪-১৯৯০ ইং

রাত- ৭:২০ মিঃ।

(সনেট)   (রূপক)

আগাছা

ভূ-র ক্ষেতে বাসছে আজি বহু আগাছা।
চারাগাছে’ বল শোষে বনেছে সুগাছা।
এ আগাছারা ক্ষেতে’ কোনো কাজের নহে।
তারাও সুগাছা ক্ষেতে, উচ্চ শীরে কহে।
আগাছারা কমায় ক্ষেতের উর্বরতা।
উঃ ! দেখায় তারা সবেকে যেন উন্নেতা।
চারাগাছে’ ফাঁকে ফাঁকে আগাছারা থাকে।
শনৈঃ তারা বাঁচিবারে মানচিত্র আঁকে।

চারাগাছ শস্যদানে, দানে নানা ফল।
ক্ষেতে বাসে শুধু শুধু আগাছার দল।
চারাগাছ গুলো’ যে ক্ষেতে বাঁচাতে হ’বে !
জন্মিলেই আগাছা, নিড়ানি দিবে সবে।
আগাছা বিণাশে সবে নিড়ানি না দিলে,
চারা’ বৃদ্ধি নষ্টিবে যে তারা তিলে তিলে !

১০-১১-১৯৮৯ ইং
বিকাল- ৩:৪০ মিঃ।

মাতার মার্গন

মার্গনিলেন মাতা

মহা মহলে।

মহাজন মরমে

মামুলী মালে।

মাতৃত্ব মাতিয়াছে

মনে মাতার।

মানতিয়াছে মাতা

মুর্গ মাজার’।

মালিক মর্জিলেন

মাতা’ মার্গন।

মুছেগেল মাতার

মলিন মন।

১৪-১০-১৯৮৯ ইং

সকাল- ১০:৪০ মিঃ।

(সনেট)

সম্প্রদান

আমি এক মোমবাতি জ্বলছি সতত।
পরতরে নিজেরে বিলিয়ে রই ব্রত।
জানেনা কেহ, আমি কত নিরবে জ্বলি !
নিঃশেষের আগে তবুও একটু বলি।
যাচ্ছি ত ক্ষয়ে আমি, রবে গলনটুকু।
রাখেনা কেহ-ই মনে-মোর স্মৃতিটুকু !
এই ত একটু বাকি জীবন-পাথেয় !
এই বুঝি দীপ্ত শিখা নিভিছে স্বীয়।

দ্যাখো ! দ্যাখো ! কত তম:দূরছি একেলা।
কই ! কেহ ত কইছ না ; করছ হেলা।
এই ত সলিতা মোর পুড়ছে উত্তাপে।
দুঃখ ! আলো দিতে না পারি যদি প্রতাপে।
হে তমঃবাসী, বলোনা-আলো দেই নাই।
এভাবে-ই নিজে পুড়ে দীপ জ্বেলে যাই !

০৬-১১-১৯৯১ ইং
রাত- ১২:২০ মিঃ।

(সমাজের গুণীজন ও নিঃস্বার্থবাদী ব্যক্তিদের জীবনী ও কর্মকান্ডকে উদ্দেশ্যকরে)

(ছন্দ)

কাব্যের খরা

হায় ! এখন গো যাচ্ছে-
কাব্যের খরা !
এ মাস যে মরা !
যাকে বলে-
চৈত্র মাস, খরা মাস,
খাঁ খাঁ, রৌদ্র, খাঁ খাঁ দুপুর
সব চৌচির
সব যেন শূন্য
খাল-বিল-নদী-পুকুর।
কাব্যের কৃষাণ এবে যারা,
ভাব জগতে নেই যে তারা।
কীমতে কাব্যের কর্ষণ
করিবে হায় !
অসময়ে-ই বুনে যে বীজ,
সার না ছিটিয়ে ;
এদের সংখ্যা-ই অধিক,
এই বসুধায় !
যান্ত্রিক যুগের যন্ত্রেরি মত,
কাব্যেরি ফসল-
এরা ফলায় যে কত !
আহা ! বিস্বাদে কী ভরপুর,
লাগেনা তাহা স্বাদ।
তবুও চলছে কর্ষণ, কর্ষণ,
দিবা-রাতি, সৃজিয়া শংসার নাদ !
"আমি কাব্যের কৃষাণ গো,
আমি কাব্যের কৃষাণ-
এই আমারি পরিচিতি,
এই আমারি মান।"

২৭-০৪-২০০৬ ইং
সকাল- ১১:২০ মিঃ।

(বর্তমান যুগে কাব্যের খরা অর্থাৎ কাব্য রচনায় কবিদের দৈন্যতাকে উদ্দেশ্য করে)

(ছন্দ)

সাম্যের গীত

তুমি যাঁর, আমি তাঁর ;
আমি তাঁর, তুমি যাঁর।
তবে কেন হেন ফরক,
পারনা সহিতে,
পারনা হেরিতে,
চিতে আর আঁখিতে।
একই চন্দ্র তলে,
একই পৃথ্বী তলে,
যুদ্ধ আর অশুভ বাক্যবানে,
করি কত অমানবীয় কাজ,
স্ব-গোত্রের টানে !
ধমনী, শিরা, উপশিরা প্রবহমান
লালাভ-গোলাবরূদির করে টগ্‌বগ্‌।
সৃজিয়া তামাম বিশ্বটারে-
সপ্ত নরক !
মুসলিম বল, খ্রিষ্টান বল, বৌদ্ধ বল,
বল হিন্দু।
ভন্ যে মোদের সবেরি-
হ'তে একই নীর বিন্দু !
পৃচ্ছা মোর-
নাস্তিক রূপে নয়, আস্তিকরূপে,
যাও কি স্বীকার তোমরা সবে-
ওই মহান খোদারে ?
সৃষ্টিকর্তা একজন আততঃ সততঃ
যিনি হেরেছেন-
মহা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডটারে !
আছে গ্রহ, আছে নক্ষত্র,
শৃঙ্খলায় আততঃ যত্রতত্র।
-এ সবি তাঁরি সৃজন,
মোদের উপলব্ধিবারে।
বুঝি মোরা সব-ই-
পরক্ষণে যাই যে ভুলে ওই তাঁরে !
একই প্রভূ-র, একই সৃষ্টিকর্তার
সৃষ্টি যে মোরা-
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান।
আর কোনো যুদ্ধ নয়, নয় বিতন্ডা
মোরা ভাই-ভাই,
সাম্যের গীত গাই-
"সদা মোরা সমান।"

২৭-০৪-২০০৬ ইং
সকাল- ১০:২০ মিঃ।

(বর্তমান বিশ্বে জাতিতে জাতিতে হানাহানি, দাঙ্গা, যুদ্ধ- এসবকে উদ্দেশ্য করে)